ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪০০
আগরতলা,৩০ আগস্ট,২০১৯

## রাজ্যে সরকার ১৭ মাসের সময়কালে শিল্পের পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

স্ব-নির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন। শিল্পের বিকাশ ঘটলেই রাজ্যের জি ডি পি হার বাড়বে। আজ আগরতলার ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের অফিস ভবনে আয়োজিত ''স্বাগত'' (SWAAGAT) তথা Single Window Approval by all Government Agencies in Tripura- নামক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এবং পরামর্শদান কেন্দ্র এবং স্বাবলম্বী ই-সার্ভিসেসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি আজকের এই দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করে বলেন, রাজ্যে শিল্প গড়ার জন্য পূর্বে যে ১৯টি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হতো, তা এখন থেকে এক জায়গায় তথা টি আই ডি সি ভবন থেকে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, রাজ্যে ক্ষুদ্র, ছোট, কিংবা মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজন পেশাদারি মনোভাব। পাশাপাশি শিল্প গড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। রাজ্য সরকার ১৭ মাসের সময়কালে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে চা, বাঁশ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাবার, ডেয়ারী শিল্প, মৎস্য শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে আগামী ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। এতে ত্রিপুরার প্রায় ৮ হাজার যুবক-যুবতীদের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি আরও বলেন, বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরার যুবক-যুবতীদের সরকারি চাকরীর উপর নির্ভরশীল থাকার মানসিকতা তৈরি করা হয়েছিল। যুবক-যুবতীদের স্বরোজগারী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ্যের যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকরীর নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বরোজগারী হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, সরকার সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ নিয়োগ-নীতি অনুসরন করে সরকারি চাকরী প্রদান করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সি ডি আনুপাতিক হার আগের থেকে বেড়েছে। যা প্রমাণিত করে যে রাজ্যের ছোট-মাঝারি স্ব-উদ্যোগীরা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে ছোট-ছোট শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। ত্রিপুরা আগামী দিনে শুধুমাত্র ত্রিপুরার মানুষের জন্যই নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির প্রবেশদ্বার হয়ে উঠবে। গোমতী নদী দিয়ে জলপথে পরিবহণের পাশাপাশি সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে পার্শবর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত বাণিজ্য পথ খুলে যাবে। রাজ্য সরকার সেই দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। এই 'স্বাগত' নামক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এবং পরামর্শদান কেন্দ্র এবং স্বাবলম্বী ই-সার্ভিস রাজ্য সরকারের অন্যতম স্বর্ণিম পদক্ষেপ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

**২য় পাতায়**

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা থাকলেও ঠিক সে ভাবে তা গড়ে উঠেনি। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮'র এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে বিনিয়োগ প্রায় ৯০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। যা ২০১৭ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। ২০১৯ সালের মার্চের পর এই ছয় মাসে ৭৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। তিনি বলেন, এই সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম নতুন শিল্প উদ্যোগীদের কাজে আসবে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস, বিদ্যুৎ, জমি সহ সমস্ত সম্পদ রয়েছে। রাবার এবং বাঁশকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ার সুযোগও রয়েছে রাজ্যে। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীজীর স্বপ্ন নতুন ভারত গড়ার এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, বৈভবশালী, শক্তিশালী ও স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে তা বাস্তবরূপ পাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগীরা আরও এগিয়ে আসবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ গিত্যে বলেন, যে সকল উদ্যোগীরা রাজ্যে শিল্প স্থাপন করবেন তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরী এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে 'স্বাগত' নামক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এবং পরামর্শদান কেন্দ্রটি। বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডি পি আর) তৈরি, ব্যাংকের জন্য ঋণ প্রস্তাব তৈরি, জি এস টি রিটার্ন দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্প উদ্যোগীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে এই পরামর্শদান কেন্দ্র। তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগীদের এখন আর ১৯টি দপ্তরের কাছে অনুমতির জন্য যেতে হবেনা। টি আই ডি সি অফিস থেকেই সমস্ত অনুমতি পাওয়া যাবে। শিল্প গড়ার জন্য ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া যাবে বলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী গিত্যে জানান। স্বাবলম্বন প্রকল্পের ছোট উদ্যোগীদের সহায়তা করা হয়। এই প্রকল্প এখন থেকে অনলাইন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার শিল্প গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সহজ-সরলিকরণের পাশাপাশি গুণমান সম্পন্ন পরিকাঠামো এবং ইনসেন্টিভ ব্যবস্থা প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে টি আই ডি সি'র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও টি আই ডি সি'র ইন্টারনাশন্যাল ইন্ডোর একজিবিশন সেন্টার এবং ফেয়ার গ্রাউন্ড নামে একটি ফোল্ডার-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন টি আই ডি সি'র ও এস ডি ইঞ্জিনীয়ার রাজেশ কুমার দাস। অনুষ্ঠানে আগ্রহী শিল্পোদ্যোগী, ব্যাংক কর্মীগণ সহ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****